IEDCR

চিকুনগুনিয়া আপডেট ইস্যু নং-৭, তারিখ: ৯ জুলাই, ২০১৭

চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

গতকাল ৮ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ শনিবার, বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সিভিল সার্জন কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালক, আইইডিসিআর- অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, এবং সভাপতি ছিলেন সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. অশোক কুমার দত্ত, অধ্যাপক ডা. সুজিত পাল, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি বিশেষজ্ঞ ডা. হাসিনা নাসরিন, সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ডা. অজয় কুমার দে, ডেপুটি সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম ডা. মো. হুমায়ন কবীর, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের শিশু বিভাগীয় প্রধান ডা.শংকর কুমার ঘোষ, মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান ডা.মোহাম্মদ আবদুর রব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ও চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সহকারী অধ্যাপক ও সিনিয়র- জুনিয়র কনসালটেন্ট বৃন্দ।

- রেপিড রেসপন্স টীম-এর উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ক্রাশ প্রগ্রাম শুরু করেছে
- বিএমএ সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধানদের নিয়ে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- সকল উপজেলা ও জেলার সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক প্রতিনিধিদের সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আইইডিসিআর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকের মাধ্যমে চিকুনগুনিয়ার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফ্ল্যাট মালিক সমিতিকে সিটি কর্পোরেশনের চিঠির মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর অনুরোধ জানানো হবে।
- শিক্ষা বিভাগের সাথে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একই কর্মসূচী পালনের আহবান জানানো হবে।
- জেলার সরকারী বেসরকারী সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে আইইডিসিআর এর ধরন অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হবে।

সর্বশেষে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলার মাননীয় সিভিল সার্জন সভায় জানান যে, এই পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় চিকুনগুনিয়ার কোন নিশ্চিত রোগী পাওয়া যায় নাই তথাপি চট্টগ্রামের চিকিৎসকগণ এ ব্যপারে সতর্ক রয়েছেন।

চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু রোগর উপসর্গের পার্থক্য ঃ

চিকুনগুনিয়া দেখা দিলে জ্বরের সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই গিরা ব্যথা ও গিরা ফুলে যেতে পারে। গায়ে র‍্যাস বা ফুসকুড়ি সাধারণত: ১ হতে ৪ দিনের ভিতর দেখা দেয়, চোখের পিছনে ব্যথা বা মাথা ব্যথা ডেঙ্গু রুগীর মত তীব্র হয় না। মাংসে ব্যথা প্রায় ডেঙ্গুর ন্যায় এরকমেরই হয় কিন্তু চিকুনগুনিয়ায় রগে (Tenosynovitis) ব্যথা বেশী হয় এবং গিরা ব্যথা মাসখানেক বা ক্ষেত্রবিশেষে বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে অনুচক্রিকার সংখ্যা কমার হার ডেঙ্গুর তুলনায় কম।

অপরদিকে ডেঙ্গু জ্বরে প্রচন্ড মাথা ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, প্রেসার ও রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা কমতে পারে। মাংসে ব্যথা হলেও গিরা আক্রান্ত হয় কম। জ্বর পরবর্তী প্রেসার কমে যাওয়া এবং অল্প রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। গায়ে র‍্যাস বা ফুসকুড়ি সাধারণত: ৫ হতে ৭ দিনের ভিতর দেখা দেয়।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্তদের বাত ব্যথাজনিত সমস্যা ও করনীয় সম্বন্ধে ডাঃ মো: মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ-এর উপদেশ

১। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক রুগীদের মধ্যে জ্বর পরবর্তী সময়ে বাত ও ব্যাথাজনিত কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি গিটে বাতের মতো হতে পারে এবং পা ব্যাথা হয়ে ফুলে যেতে পারে।

৩।এই জ্বরের সময়ে যে ডোজে Paracetamol খাওয়া হয়, ঠিক সেভাবেই Paracetamol খাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ভীত সন্তস্ত্র হবার কোন কারন নেই।

-- Paracetamol ২/৩ সপ্তাহ খাওয়ার পরেও যদি ব্যাথা না কমে তাহলে ব্যাথা নাশক জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া যেতে পারে।

-- ব্যাথা নাশাক ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি ব্যাথা না কমে তাহলে রুগীকে অবশ্যই মেডিসিন অথবা বাত রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

হটলাইন ও আপডেট

গতকাল ১৬৫ জন হটলাইন মারফৎ হয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান এবং ১৮ জন ব্যক্তি সরাসরি উপস্থিত হন। তারা বেশীরভাগ ঢাকা থেকে এবং এছাড়া কয়েকজন মাদারীপুর জেলা থেকে যোগাযোগ করেন। ৮ই জুলাই পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিত চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ৫৬৬।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইন নাম্বার ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন।

PHEOC. CHIKUNGUNYA: Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), DGHS, Dhaka, Bangladesh. Contact: info@iedcr.gov.bd